খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা ৯২০৩

স্মারক নং-খুপ্রবি/২৪৯৬ তারিখ: ২৯/০৩/২০১৮ইং

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৫/০৩/১৮ইং তারিখ রবিবার ময়মনসিংহের ভালুকায় ভাড়াকৃত অস্থায়ী বাসায় ঘুমন্ত অবস্থায় আকস্মিক একটি বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্টরত ৪র্থ বর্ষের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ তৌহিদুল ইসলাম (রোল নং-১৩২১১০৫০) এর ঘটনাস্থলেই অকাল প্রয়াণ ঘটে এবং দুর্ঘটনার পর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন থাকা মোঃ শাহীন মিয়া (রোল নং-১৩২১০০৪) গত ২৮/০৩/১৮ইং তারিখে অকালে প্রাণ হারান। এছাড়া মোঃ হাফিজুর রহমান (রোল নং- ১৩২১০৪৫) ও দিপ্ত সরকার (রোল নং-১৩২১০৫৫) গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ২৫/০৩/১৮ইং তারিখ থেকে চিকিৎসাধীন রয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় মোঃ শাহীন মিয়ার শরীরের আনুমানিক ৮৩% শরীর দগ্ধ ছিল এবং মোঃ হাফিজুর রহমান ও দিপ্ত সরকারের শরীরের যথাক্রমে ৫৮% ও ৫৪% শরীর দগ্ধ হয়।

দুর্ঘটনার বিষয়টি জানার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকায় অবস্থানরত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও উক্ত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আহতদের সুচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। পূর্ব নির্ধারিত সকল কর্মসূচী বাদ দিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ২৫/০৩/১৮ইং তারিখেই ঢাকায় রওনা হন এবং ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সমন্বয়ের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা এমবিবিএস ডিগ্রিধারী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নিয়ে বার্ণ ইউনিটে উপস্থিত হন। ঢাকা মেডিকেলের বার্ণ ইউনিটের প্রধান ডা. সামন্ত লাল সেন এর পরামর্শ অনুযায়ী তাদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহন করা হবে, সে লক্ষ্যে পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান-কে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঘটনার পর থেকেই চিকিৎসকসহ আহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাথে সুচিকিৎসার বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তখন থেকেই এ লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আন্তরিকতার সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীসহ সবাই নিজ থেকে সাধ্যমত সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছে। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ কয়েকজন শিক্ষক সার্বক্ষণিক ঢাকা অবস্থান করে তাদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য তদারকি করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই অবগত রয়েছে যে, আগামী ০৪/০৪/২০১৮ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩য় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। সমাবর্তনের প্রস্তুতির বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া নেমে আসে। ইতোমধ্যে সমাবর্তনের সমস্ত আয়োজন সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর করা হয়েছে। অত্যন্ত মেধাবী দুই জন ছাত্রের এ অকাল প্রয়াণ এবং অন্য দুই জনের মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধতার বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ কেউ মেনে নিতে পারছে না। কেন এই ঘটনা ঘটে সঠিকভাবে এখনো উৎঘাটিত হয়নি। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ উদঘটান এবং ভবিষ্যতে আইনগত সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধি, বিসিএসআইআর এর বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমন্বয়ে ৭ (সাত) সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে। কমিটির সদস্যগণ ২৮/০৩/২০১৮ইং তারিখ রাত্রে বার্ণ ইউনিটে যেয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনার মুখোমুখী হন এবং ২৯/০৩/২০১৮ইং তারিখে ময়মনসিংহের ভালুকায় মাস্টার বাড়ী এলাকায় অস্থায়ী বাসাটি পরিদর্শন করেছেন।

কর্তৃপক্ষ আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানসহ সাধ্যনুযায়ী যে কোন প্রকারের সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার এ ঘটনায় শোকাহত এবং তাদের পরিবার ও সহপাঠীদেরকে সমবেদনা জানাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের নির্দেশক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হলো।

২৯/০৩/১৮ইং

(জি. এম. শহিদুল আলম)
রেজিস্ট্রার